মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

স্মারক নং- বিবিধ/কলেজ/২০২০/২৬৭ তারিখ: ০৭/০৮/২৪

বিষয়: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ সংক্রান্ত।

সূত্র: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং : ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০১.২১, তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১ মে ২০১৫ তারিখে জারীকৃত নীতিমালার ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২, সংখ্যক স্মারক মোতাবেক অনুচ্ছেদ ৩(খ)(ii) নং নির্দেশনায় রয়েছে-

" সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। "

উপরোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ থাকলেও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা অনুসরণ না করার ফলে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বৃত্তি বিষয়ক নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। ব্যর্থতায় এর দায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপর বর্তাবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

1.8.24

প্রফেসর মো: রিজাউল হক
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন : ৫৮৬১২৪৭৬
ইমেইল: ic@dhakaeducationboard.gov.bd

অধ্যক্ষ/সভাপতি, গভর্নিং বডি ও এডহক কমিটি
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

সংযুক্তি : শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২, তারিখ: ১১ মে ২০১৫

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রাপ্তি নং-
তারিখ-
■ উপ পরিচালক (লাঃ প্রঃ)
■ উপ পরিচালক (কলেজ-১)
■ উপ পরিচালক (কলেজ-২)
■ .....
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.১৫-৪০২

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
মহাপরিচালকের দপ্তর
প্রাপ্তি নং
তারিখ:
☐ পরিচালক
☐ প্রকল্প পরিচালক
☐ উপ-পরিচালক
☐ সহকারী পরিচালক
তারিখঃ
.....
নথিতে দিবেন/আলাপ করুন
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ২৮ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
তারিখের মধ্যে ১১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সহকারী পরিচালক (সঃ প্রঃ)

নীতিমালা

বিষয় : মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১৪।

14 MAY 2015

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তির কার্যক্রম অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বৃত্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১. নীতিমালার শিরোনাম ঃ

এ নীতিমালা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১৪ নামে অভিহিত হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
মহাপরিচালকের দপ্তর
প্রাপ্তি নং
তারিখ
☐ পরিচালক
☐ প্রকল্প পরিচালক
☐ উপ-পরিচালক
☐ সহকারী পরিচালক
.....
নথিতে দিবেন/আলাপ করুন।
সহকারী পরিচালক (সঃ প্রঃ)

14 MAY 2015

২. বৃত্তির প্রকারভেদঃ

এ নীতিমালার আওতায় ০২(দুই) প্রকার বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১. মেধা বৃত্তি ২. সাধারণ বৃত্তি।

৩. বৃত্তিপ্রাপ্তির সাধারণ শর্তাবলীঃ

ক. বৃত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ii. বৃত্তিধারী শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সন্তোষজনক পাঠোন্নতি সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদান করতে হবে।

iii. কোন শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলে বৃত্তির পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

iv. অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকাল পাঠ বিরতি (ব্রেক অব স্টাডি) হিসেবে গণ্য হবে এবং বৃত্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না।

v. সকল বৃত্তিই কেবল নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধানুসারে এবং নীতিমালার অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

খ. বৃত্তির অর্থ উত্তোলন ও বন্টনঃ

i. সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বৃত্তির টাকা স্থানীয় সরকারি কোষাগার হতে উত্তোলন পূর্বক বন্টন করবেন এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ নির্ধারিত বিল ফরমে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক স্থানীয় সরকারি কোষাগার হতে বৃত্তির টাকা উত্তোলন পূর্বক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করবেন।

ii. সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

iii. কোন কারণে অর্থবছরের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ০১ অর্থ বছরের তামাদি (বকেয়া) বৃত্তি প্রদান করা যাবে।

iv. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃত্তির অর্থ উত্তোলনপূর্বক বৃত্তিধারীদের মধ্যে বিতরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

৪. **মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ**

ক. **বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

বৃত্তির যোগ্যতা হবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. **এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ**

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
এসএসসি	মেধা	২০০০	৪০০	৬০০	২ বছর
	সাধারণ	১৫০০০	২২৫	৩০০	

গ. **বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ**

i. [এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩০০০টি মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সাধারণ বৃত্তির ক্ষেত্রে (বৃত্তির সংখ্যা ২২৫০০টি) ৪৮৯টি উপজেলার প্রতি উপজেলায় দু'জন ছাত্র এবং দু'জন ছাত্রী, ৭টি মেট্রোপলিটন এলাকার প্রতিটি থানাতে একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী হিসাবে মোট (১৯৫৬+১৮২)=২১৩৮টি বৃত্তি উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার কোটা অনুসারে প্রাপ্য হবে এবং অবশিষ্ট (২০৩৬২টি) বৃত্তি শিক্ষার্থী অনুপাতে বন্টন করা হবে। সরকার কর্তৃক উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন থানার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উক্ত কোটার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি/পরিবর্তিত হবে।][*১]

ii. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে জেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৪-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

iii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বন্টিত হবে। জেলা কোটাতে একটি জেলায় যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য জেলা হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iv. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

v. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ মানবিক ঃ ব্যবসায় শিক্ষা = ২ : ১ : ১।

vi. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বোর্ডভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

৫. **উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ**

ক. **বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ**

বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা হবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।
v. পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একই হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাধ্যতামূলক ২টি বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ ঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
এইচএসসি	মেধা	৭৫০	৫৫০	১২০০	৩-৫ বছর
	সাধারণ	৬২৫০	২৫০	৫০০	

গ. বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৫-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।
ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বন্টিত হবে। একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।
iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।
iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ মানবিক ঃ ব্যবসায় শিক্ষা = ২ : ১ : ১।
v. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষাবোর্ডসমূহ হতে পরীক্ষায় নিয়মিত উত্তীর্ণ ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বোর্ডভিত্তিক বৃত্তির কোটা বন্টন করবে।
vi. বিলম্বে ভর্তি, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন এবং অসুস্থতার কারণে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর পাঠ বিরতি গ্রহণযোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তি নিয়মিতকরণ বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করবে।

৬. দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তির প্রাপ্তির যোগ্যতা ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
দাখিল	মেধা	৪০০	৪০০/-	৭০০/-	২ বছর
	সাধারণ	৫০০	২০০/-	৪০০/-	

গ. বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাগের সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৬-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বণ্টিত হবে। বিভাগীয় কোটাতে একটি বিভাগে যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/সাধারণ) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ সাধারণ = ৩ ঃ ২।

v. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন বিভাগ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বিভাগভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

৭. আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তির প্রাপ্তির যোগ্যতা ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

v. পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একই হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাধ্যতামূলক ২টি বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

খ. **আলিম পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ**

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
আলিম	মেধা	১০০	৫০০/-	১,২০০/-	৩-৫ (৪ বছর)
	সাধারণ	৪০০	২২৫/-	৫০০/-	

গ. **বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ**

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৭-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বন্টিত হবে। বিভাগীয় কোটাতে একটি বিভাগে যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/সাধারণ) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ সাধারণ = ৩ ঃ ২।

v. বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন বিভাগ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বিভাগ ভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

vi. বিলম্বে ভর্তি, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন এবং অসুস্থতার কারণে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর পাঠ বিরতি গ্রহণযোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তি নিয়মিতকরণ বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করবে।

৮. এ নীতিমালার আওতায় বৃত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী সরকারের অনুমোদনক্রমে সময় সময় আরোপিত হতে পারে। সরকার যে কোন সময় এ নীতিমালায় বর্ণিত বৃত্তির শর্ত, সংখ্যা, হার ও মেয়াদ পরিবর্তন করতে পারবে এবং কোন কারণ দর্শানো ছাড়া বৃত্তি সংশোধন ও বাতিল করতে পারবে।

৯. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বের জারিকৃত নীতিমালা/পরিপত্র/আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/১০.০৫.২০১৫
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২(১৬৫)

তারিখঃ ২৮ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ / ১১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৪। যুগ্ম-সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী/কুমিল্লা/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বৃত্তির তালিকা আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবহিত করার জন্য)
৭। জেলা প্রশাসক (সকল) .....
৮। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি গেজেট আকারে ৫০০ কপি ছাপানোর অনুরোধসহ)।
৯। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা
১০। পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল (তাঁর অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবহিত করার জন্য)
১৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৫। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....

(মোঃ এনামুল কাদের খান)
যুগ্মসচিব

E:\Mir Ansar\DSHE\Scholarship Nitimala.doc- 6 –
* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।